ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 125-133
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.441

স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে (১৯০৫-১৯১১) সামাজিক সংঘাত ও সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

ঋত্বিক সরকার, *গবেষক, রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Colonial rule was established in India through the battle of Plassey. However, the British government had to wait another hundred years - specifically until the suppression of Great Revoult - to consolidate this authoritarian system of governance. Although British rule was firmly established in India, the Indian people never fully accepted this colonial regime. Moreover, the exploration and oppression perpetrated by colonial government were ever-present realities. Consequently, various protest movements and uprisings erupted in various region. Although these revolts were sporadic and isolated, they nonetheless posed a significant challenge to the British government.

In suppressing these various uprisings, the colonial government employed repression and coercion as its primary instruments. However, following the establishment of the Congress in 1885, the people of India endeavored to forge a united resistance against the British government as a cohesive nation. With the advent of Swadeshi movement in the early twentieth century, national protest and anti-colonial resistance were elevated to a new level. During these periods, the British Raj weaponized communalism in an attempt to undermine the national movement -a strategy that culminated in the decision to partition Bengal. While communalism may have existed within Indian society long before this, the British government's decision to Partition Bengal effectively added fuel to the fire. Although Rabindranath Tagore attempted to foster national solidarity through the observance of Rakhi Bandhan, these efforts did not achieve significant success. Furthermore, various actions undertaken by national leaders- particularly the extremists (such as revolutionaries performing kali puja or taking vows with their hands placed on the Gita) - created obstacles to the realization of national unity. In this regard, the lack of foresight on the part of these national leaders played a pivotal role. Although the partition of Bengal was annulled in 1911, it proved impossible to restore the social harmony that had existed prior to the event. Through this discussion, I shall endeavor to highlight the emergence of communalism and the ensuing social conflicts that characterized the era of the Swadeshi movement.

Keywords: Communalism, the Swadeshi Movement, Hindu-Muslim relations, riots, newspapers etc

বিংশ শতকের সূচনা পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে জাতীয় প্রতিবাদ ও ঔপনিবেশিক বিরোধীতা এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। ঔপনিবেশিক সিদ্ধান্ত বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন বহু মানদন্ডেই একাধিক আন্দোলন বৈশিষ্টের প্রারম্ভিক সূচনা ছিল। জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার চরমপন্থি প্রবণতা, ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি প্রভৃতি পন্থা ইতিপূর্বে জাতীয় জীবনে এতটা স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়নি। জাতীয় জীবনের সমন্বয়কে ভিত্তি করে প্রতিবাদী ভাষার বয়ান নির্মিত করতে চেয়েছিল এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ। প্রতিবাদের সেই বয়ান ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর দিকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ তুলেছিল। যে অভিযোগে বলা হয় হিন্দু-মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা তৈরি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই কারণেই বঙ্গবিভাজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বঙ্গবিভাজন ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি ছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এসেছিল তাঁরাও স্বদেশী আন্দোলনে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলে। আন্দোলনের সূচনা লগ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে প্রমাণ করেছিলেন আন্দোলনকারীরা ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক নীতিকেই বঙ্গবিভাজনের মূল কারণ হিসাবে মনে করে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি ইতিপূর্বেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল। তবে সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে প্রতিহত করার প্রবণতা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে দেখা যায়নি। ঔপনিবেশিক নীতিকে সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ হিসাবে দোষারোপ করা হয়। তবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি সমাজ জীবনের আভ্যন্তরে যে মৌলিক ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল তা বিশেষভাবে আন্দোলনকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। সামাজিক সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক পন্থার মাধ্যমে অবদমিত করা সম্ভব নয়- তা স্বদেশী আন্দোলন প্রমাণ করে। এই কারণে স্বদেশী আন্দোলনে অন্যতম মুখ্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী সময়ে সামাজিক সমন্বয় ব্যতিরেকে রাজনৈতিক ঐক্য নির্মাণের অন্তঃসারশূণ্যতা সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য শেষ পর্যন্ত অধিকতর সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ তৈরি করে। বলাবাহুল্য সামাজিক সমন্বয় ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ এই দুই বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্যমূলক যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। যে যোগসূত্র গড়ে তোলার অভাব প্রকান্তরে সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের আন্দোলনকে উপর্যপরি সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। তার ফলে দেখা যায় স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে নিম্নস্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের নের্তৃবর্গ আন্দোলনের বহু বিষয়কে ব্যবহার করেছিল যার মধ্যে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মচিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিকারীরা বা অনুশীলন সমিতির সদস্যরা গীতায় হাত রেখে বৃহত্তর প্রতিজ্ঞা করত। যে প্রতিজ্ঞা আসলেই প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ এক ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সমর্থক হয়ে যায়। তাছাড়া শিবাজী উৎসব, কালী পুজা সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় নেতা রূপে তুলে ধরতে গিয়ে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে হয়ত জাতীয় আন্দোলন থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও তৃণমূল স্তরে সাম্প্রদায়িক সমন্বয় গড়ে তুলতে স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের উপেক্ষাপূর্ণ অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য এই সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক সমন্বয়ের অন্তরালে কিভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল তা আমি দেখার চেষ্টা করব।

সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসচর্চা যথেষ্ট ব্যাপক ও সমৃদ্ধশালী। সাম্প্রদায়িকতা কি? এই প্রশ্নের সহজ ও এক রৈখিক উত্তর প্রদান করা সহজ নয়। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নিরূপণে বিপান চন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন সম্প্রদায়গত ঐক্যবোধ যখন নিজ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিত থেকে স্বাধীন ও পৃথক আত্মপরিচিতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় তখনই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম হয়।[১] আবার

তারাপদ লাহিড়ি তাঁর ***'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি'*** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কতগুলি অশুভ প্রবণতাকে সমষ্টিগত ভাবে আমরা সাম্প্রদায়িকতা বলে চিহ্নিত করে থাকি। কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বা ঐরূপ কোনো জাতিগোষ্ঠীর নামে অত্যুগ্র গোষ্ঠীপ্রেম বা গোষ্ঠীস্বার্থ চেতনার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি- যা অপর এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা আহরণের বৈষম্য মূলক প্রয়াস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি করে অশান্তি বিস্তার, অপরাপর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববোধ অভাব, গোষ্ঠীগত ভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা ইত্যাদি অসামাজিক প্রবণতা সমূহকে সমষ্টিগত ভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়।[২] সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রাক্ ব্রিটিশ পর্বেই উপস্থিত ছিল। এই সাম্প্রদায়িকতাকে ইংরেজ রাজশক্তি ক্ষমতার রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা সাম্প্রদায়িক চেতনাকে অতীত ভারতের জ্ঞানচর্চার ওপর আরোপ করেছিল। শাসক হিসাবে শাসিত জনগোষ্ঠীর অতীত অনুসন্ধান তাদের জন্য ছিল অন্যতম রাজনৈতিক প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে নির্মিত এই জ্ঞানকে তারা সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিবেচনা করেন। এই প্রবণতা বিংশ শতকের সূচনা পর্ব থেকেই পরিলক্ষিত হয়। জেমস মিল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যুগ বিভাজনের মানদন্ডে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ- এই তিনটি পর্বে ভাগ করেন। লক্ষণীয় প্রাক্ ইংরেজ ভারতকে ধর্মের মানদন্ডেই বিচার করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনকে তিনি খ্রিষ্টান যুগ বলে অভিহিত করেননি। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকাল ধর্ম বিবর্জিত বলেই তাঁর কাছে বিবেচিত হয়। এখানে ইংরেজরা তাঁদের শাসনকালকে অতীত ভারতের শাসনের থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন। তবে নিজেদের শাসন সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি তাঁরা তৈরি করতে চেয়েছিলেন তা তাদের শাসনতান্ত্রিক আচরণের বিপরীত অবস্থানকেই তুলে ধরে। প্রশাসনিকভাবে বঙ্গবিভাজন যতটা না যুক্তিপূর্ণ ছিল তার তুলনায় ধর্মীয় অভিমুখকেই ঔপনিবেশিক শক্তি অগ্রাধিকার প্রদান করে। ইংরেজরা নিজেদের শাসনকালকে আধুনিক ধর্ম বিবর্জিত ব্যবস্থা বললেও প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করনের তাগিদে ভারতীয় উপনিবেশে ব্যবহার করে। তাই বলে ইংরেজদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা কৌশল ওপর থেকে চাপানো যার সাথে নিম্নস্তরের ভারতীয় সমাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না তা কখনই বলা সম্ভব নয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে দেখা যায় ইংরেজদের ওপর তলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সফল করার ক্ষেত্রে নিচু তলার সামাজিক কাঠামোতেও বিভাজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সমকালীন সংবাদপত্র ও রিপোর্ট এ তথ্য আমাদের কাছে প্রকাশ করে। সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় সমাজের নিম্নস্তরে ধর্মীয় বিবাদের বিভিন্ন সংবাদ। এই বিবাদ গুলি বহুক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মদতে সম্পাদিত হয়েছিল। তবে স্বদেশী নেতারা বহুক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ তৈরির পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারত না। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নোয়াখালিতে বসবাসকারী মুসলমানরা গোপালপুরের জমিদার বাবু যদুকৃষ্ণ মজুমদারকে নৃংশভাবে হত্যা করে। শুধু তাই নয় পুলিশি হেফাজত থেকে তারা দুজন বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।[৩] এই ঘটনা নিছক অরাজকতা ও লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত ছিল। তথাপি অপরাধীর ধর্মীয় পরিচিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সংবাদপত্রের ভাষাতে। তার ফলে সাধারণ অপরাধের সাম্প্রদায়িক পরিচিতি গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য 'কল্পিত জাতিবোধ' সম্পর্কিত বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের তত্ত্বের বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয় এক্ষেত্রে। এই জাতীয় সংবাদপত্রের ভাষা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সার্বিকতার মধ্যে খন্ডিত উপজাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। আলোচ্য সময়ে সংবাদপত্র গুলি

নিয়মিত লুণ্ঠন ও অরাজকতার ঘটনাকে ধর্মীয় আত্মপরিচিতির নিরিখে প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ***'ভারতমিত্র'*** পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনার কথা। যেখানে ময়মনসিংহে মুসলিম সম্প্রদায়ের গুন্ডামির ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে।[৪] প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের লেখনিতে আক্রমণকারীদের ধর্মীয় পরিচিতি প্রকাশ করা হত। ধর্মীয় পরিচিতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা বৃহত্তর সম্প্রদায়গত বিবাদের পরিসর তৈরি করে। পূর্ববঙ্গেই পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি ঘটে। ***'চারু মিহির'*** পত্রিকাতে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রকাশিত একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় ময়মনসিংহের বাদলা থানাতে মুসলিমরা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে- এই অভিযোগ জমা পড়ে। যদিও এই পত্রিকায় জুন মাসে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ওই এলাকাতে মুসলিম মৌলবীদের নেতৃত্বে একটি জমায়েত আয়োজিত হয়। যেখানে তারা ঘোষণা করেছিল যে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে তাদের জোড় পূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করার মতো কোনো অপরাধ সংঘটিত হবে না। যদিও হিন্দু বিধবাদের নিকার ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি।[৫] আসলে পূর্ববঙ্গের মানুষেরা বঙ্গ বিভাজনকে নিজেদের উন্নতির অন্যতম মাধ্যম হিসাবে মনে করেছিল। তবে উন্নতিকে ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করা এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। সেই কারনে পূর্ববঙ্গে অধিকতর ধর্মান্তকরনের ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয় মুসলিম মানুষেরা যাতে হিন্দুদের অধীনে কাজ না করে তার জন্যও নির্দেশ জারী করা হয়। এমনকি মুসলমানরা হিন্দুদের সুদের টাকা পর্যন্ত যাতে ধার না দেয় এমন নির্দেশও জারী করা হয়।[৬] অর্থাৎ সাধারণ আর্থিক ও দৈনন্দিন জীবন যাপন ও সামাজিক সম্পর্ক গুলিকেও সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রদান করা হতে থাকে। এই জাতীয় ঘটনা অর্থাৎ যেখানে জীবনের সমস্ত দিকের ওপর সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরোপ করা হয়। এমনকি হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট হতে থাকে। এরকম বেশকিছু ঘটনার উল্লেখ সমকালীন সংবাদপত্র গুলি তে দেখা যায়। ***'বর্ধমান সঞ্জীবনী'*** তে ১৩ জন মুসলিমকে একটি হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়।[৭] ***'নবশক্তি'*** পত্রিকাতে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে তুলে ধরা হয় মোল্লারচক গ্রামে অনুষ্ঠিত চরকের মেলায় বেশকিছু মুসলিম গুন্ডারা বিশ্বনাথ নামে এক হিন্দুকে গুরুতর প্রহার করে- এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এখানে একটা রায়টের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মহিলারা যেদিকে খুশী পালাতে থাকে। মুসলমান গুন্ডারা অল্পবয়সী মেয়েদেরও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেয়নি।[৮] তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত এবং মূর্তি ভাঙচুর এমনকি মূর্তি চুরির মতো ঘৃণ্য ঘটনাও ঘটত।[৯]

ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজনৈতিক প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বঙ্গবিভাজন করেছিল। যে বঙ্গবিভাজন বৃহত্তর সামাজিক বিভেদকে সম্প্রসারিত করেছিল। এই সামাজিক বিভাজনকে রোধ করা স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের পক্ষে সহজ ছিল না। উপরন্তু স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে সম্প্রসারিত করে। এককথায় সামাজিক বিভেদের নিরসন না করে রাজনৈতিক সাফল্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা রাজনৈতিক বিভাজনকে অগ্রাধিকার দিলেও তারা এই সামাজিক দিকগুলিকে একপ্রকার উপেক্ষা করেছে। সেই কারণেই স্বদেশী আন্দোলন তার কাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। আসলে হিন্দু মুসলিম সুসম্পর্ক স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকেই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্কের ক্রমিক অবনতি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করেছিল।

মুসলিম নের্তৃবর্গের মধ্যে আব্দুল রসুল, মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, আব্দুল হালিম গজনভী, লিয়াকত হোসেন প্রমুখ মুসলিম নের্তৃবর্গ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অন্দোলনে সামিল হলেও[১০] ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ-র মতো নেতারা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিল। আসলে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে মুসলিমরাও ক্রমশ তাদের প্রশাসনিক

ক্ষেত্রে উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। যেমন দেখা যায় ময়মনসিংহে আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থায় ২১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১ জন ছিল হিন্দু; ১ জন ছিলেন মহকুমা আধিকারিক (Subdivisional Officer) বাকি ১৯ জন ছিলেন মুসলিম। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মুসলিমরাও ধীরে ধীরে প্রশাসনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যদিও ঔপনিবেশিক সরকার বিভাজন ও শাসন (Divide and Rule) নীতি অনুসরন করেছিল।[১১] প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে নিজেদের উপস্থিতি বৃদ্ধি কখনই নেতিবাচক ছিল না। ধর্মীয় বন্ধনে বা অপর কোনো প্রকার সমস্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ কোনো জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয় আত্মবিকাশ বা আত্মন্নোতির প্রয়াস অপরের প্রতি আক্রমণশীল না হলে তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না। তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকারকে সংকুচিত করে নিজেদের উপস্থিতি বৃদ্ধি সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই প্রতিফলন বহন করে। তাছাড়া হিন্দু বিরোধীতা এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করে যে এইসময় কিছু কিছু পত্রিকায় হিন্দু বিরোধী কবিতা প্রকাশ হতে থাকে। স্বদেশী নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মতপার্থক্য হলে অনর্থ ঘটবে বলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে ভয় দেখানো হয়।[১২] সকল হিন্দুকেই মুসলিমরা তাদের শত্রু রূপে প্রতিপন্ন করে। মুসলিমরা হুমকি দেয় যে যখন উদ্যমী ও উল্লাসিত হয়ে ইসলামের সন্তানরা চোখ লাল করে কাফিরদের বলিদানের দাবী জানাবে, তখন হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাবে[১৩]- এই উক্তি থেকেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গাম্ভীর্য অনুধাবন করা সম্ভব। হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রতিটি হিন্দুকে হত্যা করা তাদের কাছে ইমানের লড়াই বলে প্রতিপন্ন হয়।[১৪] এই প্রবণতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল মৌলবী ও মোল্লাদের মধ্যে। যারা ধর্মগত বিভাজন তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। তারা প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসায় মদত দিত। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিস্ক্রিয়তা ছিল লক্ষণীয় এর ফলে সাধারণ জনগনের মধ্যে তাদের নিজেদের সুরক্ষা নিজেদেরই করতে হবে এমন মনোভাবের জন্ম হয়।

এই সকল দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী মানুষদের ওপর জাতীয় নেতাদের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। দেখা যায় হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পক্ষে জোড়ালো মত প্রকাশকারী বিপিনচন্দ্র পালও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯০৭ সালের ৭ ই মে মাদ্রাজে একটি বক্তব্যে তিনি বলেন *"In the days of my youth, not to go further before, we had no Hindu-Muhammadan problems in any part of India."*[১৫] তবে ১৯০৮ সালে বিপিনচন্দ্র পালের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের তিন্নেভেলি জেলায় হিন্দু ও মুসলিমরা একটি সভার আয়োজন করে। কিন্তু সেখানে হঠাৎই ৭ জন লোকের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে ৫ জন মারা যায়। তাছাড়া দাঙ্গার ফলে বহু মানুষ মারা যায়।[১৬] এই জাতীয় ঘটনা নিয়মিত ঘটত। বয়কট বা স্বদেশী পণ্য ব্যবহার অবশ্যই ইংরেজ বিরোধী বার্তাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে জাতীয় ঐক্যের পথে সাম্প্রদায়িকতা অন্যতম প্রতিবন্ধক শক্তি হিসাবে উপস্থিত হয়। যে প্রতিবন্ধক শক্তি ওপরতলা থেকে দেখা না গেলেও নিচু তলায় উপস্থিত ছিল। নিচু তলার বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক ঐক্যের বার্তা এসে পৌঁছায়নি। জাতীয় নেতারাও বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়। আসলে স্বদেশী অন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে সামাজিক বাস্তবতার অনেকক্ষেত্রেই পার্থক্য ছিল। যে সমাজ বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে বিদ্বেষ জোড়ালোভাবে উন্মোচিত হয়। যে বিদ্বেষ বিভাজন নিয়ন্ত্রন করতে না পারা এই আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম দুর্বলতা।

সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চা বেশ জটিল। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকেরা পরস্পর বিরোধী কিছু বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[১৭] একদিকে এটা বিশ্বাস করা হত যে এক সময় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল। যাকে কার্জন, ফুলার, মিন্টোর মতো প্রশাসকেরা বিভাজন ও শাসন নীতি ***(Divide and Rule)***-র দ্বারা প্রভাবিত করেছে। অবার অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলিমকে দুটি পৃথক জাতি

হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি ধর্মও পৃথক। ভারতবর্ষ মূলত হিন্দুদের ভূমি এবং সেখানে মুসলমানরা বহিরাগত। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় ফলে তাদের বিশ্বাসও করা যায় না।[১৮] আবার হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সময় থেকে এমন ধারণাও পোষণ করা হতে থাকে যে মুসলিম শাসনের কারণে অতীত হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। এই ধরনের মন্তব্য যেমন ঐতিহাসিকদের দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছে তেমনি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকেও উস্কে দিয়েছে।[১৯]

ব্রিটিশ রাজের আমলে সাম্প্রদায়িক হিংসার পৌনঃপুণিক তান্ডবে ভারতবর্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। মসজিদের সামনে হিন্দুগণ কর্তৃক গান বাজনা বাজানো বা হিন্দু শোভাযাত্রা বের করা এবং মুসলমান কর্তৃক খাদ্যের জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য গো-বধ এই বিষয় গুলিই হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসাকে উস্কে দিয়েছিল।[২০] তবে এই বিষয় গুলিকে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমেই হয়ত সমাধান করা যেত। এই বিষয়গুলিকে নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কোনো যৌক্তিকতাই ছিল না। দাঙ্গায় দোষ যারই থাকুক না কেন তাতে লাভ কারোরই হয় না বরং নির্দোষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই গো জাতীয় কোনো প্রাণী যদি একটি ব্যক্তি বধ করেন তাহলে তার প্রতিবাদে ১০-২০ টি মানুষকে হত্যা করা যাবে এমন ধর্মীয় বিধান হিন্দু শাস্ত্রে নেই।[২১] অন্যদিকে একথাও সত্য যে গো-হত্যা নিয়ে বিরোধের ঘটলেও এমন নির্দশনও চোখে পড়ে কোথাও কোথাও মুসলমান সম্প্রদায় মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করেছে[২২] ফলে সম্প্রীতির পরিবেশ যে কোথাও গড়ে ওঠেনি সেকথা বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত হবে না। এমনকি ধর্মান্তরিতকরণের যে ব্যাখ্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় তাও সবসময় স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে বহু হিন্দুই পালিয়ে এসেছিল। তাহলে তারা যদি জোড়পূর্বক ইসলামকে গ্রহণই করে নিতেন তাহলে তাদের পালিয়ে আসার কোনো কারণই ছিল না।[২৩] তবে তাদের পালিয়ে আসার কারণই বা কি ছিল তা নিয়ে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে একথা সত্য হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক বিশ্লষণ স্থান ও সময় বিশেষে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে এবং অনেক সময়ই এই সম্পর্কের অবনতি বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বাঁধা দান করেছে।[২৪]

বাংলায় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বহু ক্ষেত্রেই হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। বাংলায় মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক ক্ষোভ ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। বাংলার মুসলিম কৃষকেরা তাদের এই আর্থ-সামাজিক অসন্তোষ প্রকাশের জন্য কখনও কখনও ইসলামকেই মুখ্য হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করে।[২৫] ১৮৭২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায় বাংলার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। যাদের অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করত। যাদের অধিকাংশেরই জমির নিজস্ব মালিকানাও ছিল না।[২৬] নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে এই মুসলমান শ্রেণীর অবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এরকম একটা অবস্থায় অনেক সময় হিন্দু জমিদারেরা পুজো-পার্বণ এমনকি জমিদারবাড়ির কোনো অনুষ্ঠান যেমন- বিবাহ, জন্মদিন প্রভৃতি বিলাসবহুল ভাবে সম্পাদন করার জন্য মুসলিম প্রজাদের থেকে আবওয়াব (অতিরিক্ত কর) দাবী করত। এরফলে মুসলিম প্রজাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের সৃষ্টি হত।[২৭] যার প্রভাব হয়ত বহুক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পড়েছিল। তাছাড়া মুসলমানরা মনে করত তারা আর্থিকভাবে শোষিত, সাংস্কৃতিকভাবে পরাধীন এবং রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত।[২৮] এই ধারনা বহুক্ষেত্রেই মুসলিমদের মধ্যে হিন্দু বিরোধীতার জন্ম দিয়েছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জটিলতা হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে বহুক্ষেত্রেই নেতিবাচক করে তুলেছিল। অর্থাৎ সবসময় সাম্প্রদায়িক ঘটনাই যে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার একমাত্র কারন তা বলা যায় না। এই আর্থ-সামাজিক

পরিপ্রেক্ষিত থেকেও যে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল তা ঐতিহাসিক গবেষণায় বহুক্ষেত্রেই অবহেলিত থেকে গেছে।

বিংশ শতকের সূচনা পর্বে জাতীয় রাজনীতির নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। পূর্বতন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি অনুগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও আনুগত্যহীনতার জন্ম হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজ বিরোধীতার অন্যতম সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক চরিত্র বিশিষ্ট ঔপনিবেশিক সরকার প্রসূত বঙ্গবিভাজনের সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করা। এই কারণেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রচারই আন্দোলন পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান চেয়েছিল। তবে সামাজিক ও ধর্মীয় মেলবন্ধনের প্রশ্নটি অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। তবে একথা সত্য রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তরালে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিভিন্ন ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল; মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা বা অন্যান্য কারণে এই সামাজিক সমন্বয়ের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিতে পারেনি তার ফলে সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা নিচুতলায় এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে প্রবল আকার ধারণ করে। সামাজিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে বিবেচনা না করায় রাজনৈতিকভাবে স্বদেশী আন্দোলন তার কাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। এছাড়াও আন্দোলন পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে অনুসরণ করা হয় যা সাম্প্রদায়িক বিভাজনকেই ক্রমবর্ধমান করে তোলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সচেতনভাবে এজাতীয় আচরণ করেনি। তবে তাদের অসচেতনতা এবং সামাজিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে বিবেচনা না করায় রাজনৈতিক দুর্বলতা তৈরি হয় এবং স্বদেশী আন্দোলন কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Chandra, Bipan. Communalism in Modern India, 3rd edition. New Delhi, Har Anand Publication PVT LTD, 2008, Page:1.

২. লাহিড়ী, তারাপদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কে.পি বাগচি অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ১।

৩. 'Crime Committed by Musalmans in Noakhali', News Report, The Shurid, 14th April, 1906, Noakhali, Page.305:2.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 28th January,2025)

৪. 'The Musalmans in Mymensingh', News Report, The Bharat Mitra, 19th May, 1906, Calcutta, Page.434:10.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 05th February,2025)

৫. 'Musalman Oppression on Hindus in Mymensingh', News Report, Charu Mihir, 14th July, 1906, Mymensingh, Page.615:4.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 08th February,2025)

৬. ibid, Page.615: 4.

৭. 'Musalman Rowdyism at Narayanganj (Dacca)', News Report, Burdwan Sanjivani, 25th January, 1908, Burdwan, Page.133:31.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 10th February, 2025)

৮. 'A Riot in Mollarechak in the 24 Parganas', News Report, The Navasakti, 25th April, 1908, Calcutta, Page.778:22.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 12th February, 2025)

৯. 'The arrival of a Maulvi at Benares', News Report, The Hitvarta, 1st June, 1907, Calcutta, Page.474:4.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 15th February, 2025)

১০. মুখোপাধ্যায়, হরিদাস এবং মুখোপাধ্যায়, উমা। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ। প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কালিকা প্রেস, ১৯৬১, পৃষ্ঠাঃ ১৯২।

১১. 'Musalman nominees in the local boards of Mymensingh', News Report, The Charu Mihir, 18th August, 1906, Mymensingh, Page.743:13.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 21th February, 2025)

১২. Wahed, Abdul..'An anti-Hindu poem'. Editorial, The Daily Hitavadi, 1st June, 1907, Calcutta, Page.475:8.
[Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 23th February, 2025)

১৩. ibid, Page. 475:8.

১৪. ibid Page. 475:8.

১৫. Sarkar, Sumit. Swadeshi Movement in Bengal. New Delhi, People's Publishing House, 1979, Page: 407.

১৬. 'The Tinnevelly Riots', News Report, The Manbhum, 4th April, 1908, Purulia, Page.616:9. [Report on Native Papers in Bengal]
(https://archive.org; 25th February, 2025)

১৭. Sarkar, Sumit. Swadeshi Movement in Bengal. New Delhi, People's Publishing House, 1979, Page: 407.

১৮. ibid, Page: 407.

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর। কৃষ্ণেন্দু রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, হায়দ্রাবাদ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ২৮২।

20. লাহিড়ী, তারাপদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কে.পি বাগচি অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ ১৯।

২১. লাহিড়ী, তারাপদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কে.পি বাগচি অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ ২৪।

২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। কালান্তর। কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃষ্ঠাঃ ১১০।

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। কালান্তর। কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃষ্ঠাঃ ১১০।

২৪. Sarkar, Sumit. Swadeshi Movement in Bengal. New Delhi, People's Publishing House, 1979, Page: 407.

২৫. Das, Suranjan. Communal Riots in Bengal 1905-1947, 9th Edition. New Delhi, Oxford University Press, 2023, Page: 17.

২৬. ibid, Page: 17.

২৭. ibid, Page: 17.

২৮. Sen, Shila. Muslim Politics in Bengal. New Delhi, Impex India, 1976, Page: 1.